গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১

বিষয়: "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট ষ্টিয়ারিং কমিটির (PSC) ৩য় সভার কার্যবিবরনী :

সভাপতি : জনাব কে, এম, আব্দুস সালাম, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থান : ভার্চুয়াল
তারিখ : ১৮-০৪-২০২১ খ্রি।
সময়: বিকাল ০৪:৩০ ঘটিকা।
সভার উপস্থিতি: জুম এ্যাপ।

২। উপস্থাপনা:

সভাপতি করোনা সংক্রমন বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে লকডাউন চলাকালীন সময়ে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত সভায় যে সমস্ত সদস্য অনলাইনে উপস্থিত ছিলেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিতকরণ পূর্বক আলোচনা শুরু করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানান। অতপর প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসুচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন। ২১-১২-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় নির্দেশনাগুলি ছিল (ক) ভবনগুলো উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকতে হবে এবং তা ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে। (খ) প্রকল্প সংশোধনের কারণ যৌক্তিকতাসহ সুস্পষ্টভাবে আরডিপিপিতে সংযোজন করতে হবে। পিইসি সভার উক্ত নির্দেশনার আলোকে প্রকল্প কাজ সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রকল্পের মুল ডিপিপিতে একাডেমিক ভবনের ড্রইং ডিজাইন , ব্যয় ইষ্টিমেট এবং প্রকল্পের আসবাবপত্র ও আফিস সরন্জাম সংখ্যা নির্ধারন নিয়ে সমস্যা ছিল। গত ২৯-৩-২০২১ তারিখে জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভায় বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প কাজের আলোচিত বিষয়সমুহ সদয় অবগতির জন্য নিম্নে বিবৃত করা হল।

ক্রমিকনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১	২	৩	৪
১।	একাডেমিক ভবন নির্মাণ	প্রকল্প পরিচালক জানান, একাডেমিক ভবন নির্মাণে ডিপিপিতে ৪তলা বলা আছে কিন্তু ব্যয় প্রাক্কলন আছে ৫ তলার । ২য় PIC সভা, PSC সভা এবং এডিপি সভার সিদ্ধান্ত আছে যে, একাডেমিক ভবনটির ১টি ফ্লোর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করতে হবে। একাডেমি ভবন ২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ হয়েছে। ৩ তলার কলাম কাষ্টিং কাজ চলমান, তবে বর্তমানে কাজ বন্ধ আছে। মহাপরিদর্শক মহোদয় বলেন যে, ভবনগুলির ফাউন্ডেশন কত তলার এবং তা যথাযথ কিনা তা নিশ্চিত না করে ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন/ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। উপস্থিত সেনাকল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধি জানান যে, একাডেমিক ভবন ৫ তলার নির্মাণে আর্কিটেকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রকল্প অফিসে জমা দেয়া হয়েছে। রেট্রোফিটিং করে তা ৫ তলার ভবন নির্মান করা যাবে-এ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং মতামত আছে।গত পিআইসি সভায় তিনি তা উপস্থাপন করেন। সভাপতি মহোদয় জানান, ডিপিপিতে রয়েছে ৪তলা একাডেমি ভবনের নকশা অথচ এটি করতে হবে ৫তলা ভবনের নকশা। কারন ডিপিপিতে এ ভবনের প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫তলার। তিনি আরো জানান যে, এসকেএসের উপস্থাপিত মতামত কারিগরি কমিটি দ্বারা যাচাই করা প্রয়োজন। কারিগরি কমিটি যদি বর্তমান ফাউন্ডেশনে ৫তলা করার মতামত দেয় তাহলে এটি ৫ তলা করা যায়। এ বিষয়ের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য ১টি টেকনিক্যাল কমিটির মতামত প্রয়োজন	১। আলোচনা মতে প্রকল্প পরিচালক অবিলম্বে কমিটি গঠনের অফিস আদেশ জারি করবেন। ২। অতপর কমিটির সকল সদস্যের সাথে যোগাযোগ করে ০৭দিনের মধ্যে কারিগরি কমিটির মতামত দাখিলের ব্যবস্থা করবেন।

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) অনুবিভাগ
ডায়েরী নং 2961 তাং 21/04/21
১। যুগ্ম-সচিব প্রশাসন
২। যুগ্ম-সচিব সংস্থাপন
৩। উপসচিব-পরিকল্পনা অধিশাখা
৪। উপসচিব-কর্মসংস্থান অধিশাখা
৫। সিস্টেম এনালিষ্ট (আইসিটি সেল)
৬। সিঃ সহঃ সচিব/সহঃ সচিব
৭। (সেবা শাখা)
৮। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
উপস্থাপন করুন/ আলোচনা করুন
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

		মর্মে সকল সদস্য একমত পোষণ করে। বুয়েটের অধ্যাপক জনাব ড. মেহেদি আহমেদ আনসারী মহোদয়ের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কমিটির অপর প্রস্তাবিত সদস্য হচ্ছেন PWD রাজশাহীর নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ডাইফের জনাব আবুল বাসার, শ্রম পরিদর্শক (সেফটি), ঢাকা। এতে অর্থ বিভাগ, আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি একমত পোষন করেন।	
২।	মহিলা ও পুরুষ হোস্টেল ভবন নির্মাণ	প্রকল্প পরিচালক জানান, মহিলা ও পুরুষ হোস্টেলের ড্রইং ও ডিজাইন ৬ তলার কিন্তু প্রাক্কলন ৫ তলার । সভায় অনলাইনে উপস্থিত পরিকল্পনা কমিশনের জানান সদস্য যত তলার ফাউন্ডেশন তত তলা বিল্ডিং হবে। এটি একনেক সভার সিদ্ধান্ত। ভবনের ফাউন্ডেশেন কত তলার এবং ৬ তলার ভবনের উপযোগী কিনা তা কারিগরি কমিটি কর্তৃক যাচাই করা যেতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষন করেন।	উপরে ১নং বিষয়ে গঠিত কারিগরি কমিটি ০৭দিনের মধ্যে পরীক্ষা করে মতামতসহ প্রতিবেদন দিবেন।
৩।	মহাপরিচালক ও প্রিন্সিপাল বাংলো	প্রকল্প পরিচালক জানান, ডিপিপিতে মহাপরিচালক ও প্রিন্সিপাল বাংলো নির্মাণের নির্দেশনা থাকলেও প্রিন্সিপাল বাংলোর ব্যয় প্রাক্কলন ডিপিপিতে নাই। ডিপিপিতে মহাপরিচালক বাংলোর ডিজাইন/ড্রইং আছে । ব্যয় প্রাক্কলন আছে। কিন্তু প্রিন্সিপাল বাংলোর ড্রইং ও ডিজাইন নাই। ব্যয় প্রাক্কলন নাই। সভায় অনলাইনে উপস্থিত সকল সদস্য প্রিন্সিপাল বাংলো তৈরির পক্ষে মতামত প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় বলেন এসকেএস প্রিন্সিপাল বাংলোর ড্রইং-ডিজাইন ও ব্যয় প্রাক্কলন বিধিমতে অবিলম্বে দাখিল করবে।	১। মহাপরিচালক বাংলোর অনুসরনে বিধিমতে এসকেএস প্রিন্সিপাল বাংলোর ড্রইং-ডিজাইন ও ব্যয় প্রাক্কলন অবিলম্বে দাখিল করবে।
৪।	ভবন সমুহের ফায়ার সেইফটি	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিপিপিতে কেবলমাত্র একটি ভবনের ফায়ার সেইফটির জন্য অর্থের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের সব কয়টি ভবনে (শুধু মাত্র ৬তলা ভবনগুলি) ফায়ার সেইফটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলেই একমত পোষন করেন যে, ৬ তলা বিশিষ্ট সবগুলি ভবনের (মহিলা হোস্টেল, পুরুষ হোস্টেল, ৩য়-৪র্থ শ্রেণির কোয়ার্টার, ব্যাচেলর কোয়ার্টার এবং ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার) ফায়ার সেইফটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।	১। ৬ তলা বিশিষ্ট সবগুলি ভবনের (মহিলা হোস্টেল, পুরুষ হোস্টেল, ৩য়-৪র্থ শ্রেণির কোয়ার্টার, ব্যাচেলর কোয়ার্টার এবং ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার) ফায়ার সেইফটি নিশ্চিত করতে হবে। ২। এ ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/আওতাধীন দপ্তর সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে পূর্ণগঠিত ডিপিপিতে তা সংযোজন করবে। এখানে SKS-এর সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৫।	নতুন লিফট সংযোজন	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ডিপিপিতে একাডেমিক ভবনে ২টি, মহিলা হোস্টেলে ১টি এবং পুরুষ হোস্টেলে ১টি, মোট ৪টি লিফট এর সংস্থান রয়েছে। প্রতিটি লিফটের মূল্য ৬.০০ লক্ষ টাকা করে ধরা হয়েছে। এ মূল্য বাজার দরের চেয়ে অনেক কম। এ মূল্যমান সংশোধন করা প্রয়োজন। তিনি আরো জানান যে, পুর্বে এডিপি, পিআইসি এবং পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত ছিল ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন, ব্যাচেলর কোয়ার্টার, টিচার কোয়ার্টার ও ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারে লিফট সুবিধা দিতে হবে। এই সুবিধা দিতে গেলে নতুন করে লিফট কোর বানাতে হবে, যা মূল ডিজাইন ও ড্রইং-এ নাই। কারিগরিভাবে বিষয়টি কতটুকু নিরাপদ তা	১। আরো ৪টি নতুন লিফট সংযোজন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে তার কারিগরি দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপরোক্ত কমিটি মতামতসহ প্রতিবেদন দিবেন। ২। কমিটির মতামত ইতিবাচক হলে ড্রইং-ডিজাইন সংশোধন এবং প্রাক্কলন করতে হবে।

		বিবেচনার বিষয়। এই ভবনগুলির সুপার ষ্ট্রাকচার নির্মান করা হয়ে গেছে। এ পযার্য়ে আর্থিক ও কারিগরি কারণে ৪টি লিফট সংযোজনের বিষয়টির কারিগরি দিক ১নং ক্রমিকে উল্লেখিত কারিগরি কমিটি পরীক্ষা করে মতামতসহ প্রতিবেদন দিতে পারে। অতপর মতামত ইতিবাচক হলে তা আরডিপিপিতে সংযোজন করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত সকলে এ ব্যাপারে একমত পোষন করেন।	৩। লিফটসমুহের মূল্য PWD রেইট সিডিউল-২০১৮ অনুযায়ী অথবা বাজার-দর, যেটি কম সে অনুযায়ী পুনঃনির্ধারণ করে তা আরডিপিপিতে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। ৪। উপরোক্ত ১-৩ সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৬।	পাম্প হাউজ ও বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ।	প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্প এলাকায় পাম্প হাউজ ও বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ প্রয়োজন। এটি মূল ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত নেই। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সেনা কল্যাণ সংস্থা PWD রেইট সিডিউল অনুযায়ী যৌক্তিক ব্যয় প্রস্তাব করবে এবং বিধিমতে তার ডিজাইন ড্রইং প্রকল্প পরিচালক অফিসে দাখিল করবেন।	১। এ বিষয়ে সেনা কল্যাণ সংস্থা PWD রেইট সিডিউল অনুযায়ী যৌক্তিক ব্যয় প্রস্তাব করবে এবং বিধিমতে তার ডিজাইন ড্রইং প্রকল্প পরিচালক অফিসে দাখিল করবেন। ২। প্রকল্প পরিচালক এ ব্যাপারে সার্বিক সমন্বয় করে দ্রুত প্রাক্কলন ও নকশা সংগ্রহ করবেন।
৭।	আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামের ব্যয় যৌক্তিকরণ	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির ইউনিট মূল্য ধরা আছে। কিন্তু কোন স্পেসিফিকেশন নাই। ২১-১২-২০২০ তারিখে পিইসি সভায় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির পরিমাণ যথাযথ নয় মর্মে নির্দেশনা দিয়েছে। পিআইসির ৪র্থ সভা কর্তৃক আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন করার জন্য ডাইফ, এসকেএস এবং প্রকল্প পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে কমিটি প্রতিবেদন দিয়েছে যা পরিশিষ্ট 'ক' রয়েছে।	১। গঠিত কমিটি আগামী ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করবে। ২। আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম স্পেসিফিকেশন কমিটি আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামের একক বাজার দর সরেজমিনে যাচাই করে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিবেন। ৩। উপরোক্ত বিষয়গুলো সার্বিকভাবে পিডি তদারকি করবেন। ৪। পরিশিষ্ট 'ক' এবং 'খ' অনুযায়ী অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের সংস্থান আরডিপিপিতে রাখা যেতে পারে।
৮।	এসটিপি এবং ওয়াটার রিজার্ভার	প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পে STP এবং Water Reservior-এর ব্যবস্থা নেই। সভাপতি জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা আছে যে, নির্মানাধীন প্রতিটি ভবনে এসটিপি	১। এসকেএস বিধিমতে এসটিপি এবং ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণের প্রয়োজনীয় ড্রইং-ডিজাইন

	ডিপিপিতে সংযোজন	এবং ওয়াটার রিজার্ভার থাকতে হবে। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষন করেন।	এবং তার ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তাব করবে। ২। প্রকল্প পরিচালক তা দ্রুত সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন।
৯।	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি	প্রকল্প পরিচালক জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পটি শেষ বছর হলেও প্রকৃতপক্ষে কাজ শেষ করা যাবে না। এ ছাড়া প্রকল্পের ভূল ভ্রান্তি ও কারিগরি বিষয়গুলি সংশোধন করে আরডিপিপি অনুমোদন ইত্যাদি কারনে সময় প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেক সময় আরো ১ বছর বাড়ানো যেতে পারে। STP, Water Reservior, Lift সংযোজন, প্রিন্সিপাল বাংলো নির্মাণ, ফায়ার সেইফটি, পাম্প হাউজ ও বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ভবন নির্মাণ, একাডেমিক ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	১। প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর আরডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে। আরডিপিপিতে নতুনভাবে সংযুক্ত কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য ব্যয় বৃদ্ধিসহ কমপক্ষে ০২ (দুই) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করে প্রকল্পটি সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। ২। প্রকল্প পরিচালক এ ব্যাপারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১০।	বাজেট পর্যালোচনা	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পে ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা । এর মধ্যে রাজস্ব খাতে ১৩১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং' মূলধন খাতে ১৪৪৫১.৩৩ লক্ষ টাকা । এ যাবৎ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৭৮০.০০ লক্ষ টাকা যা মোট ডিপিপি ব্যয়ের ৩৪% প্রায়। তিনি আরো বলেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে মূল বাজেট ছিল ২৯২৮.০০ লক্ষ টাকা । ২৫% হ্রাসে নতুন বরাদ্দ দেয়া হয় ২১৯৬.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে রাজস্ব খাতে ১৭৩.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ২০২৩.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু সংশোধিত বরাদ্দে মোট ২১৯৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ঠিক থাকলেও রাজস্ব খাতের ৭৪৮.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ১৪৪৮.০০ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, মূলধন খাতে এ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ১২৬০.০০ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব খাতে ব্যয় হয়েছে ১৪৫.৭১ লক্ষ টাকা । এ বছর মোট ব্যয় ১৪০৫.৭১ লক্ষ টাকা মাত্র। প্রকল্পে অর্থ ছাড় আছে ১৬৪৭.০০ লক্ষ টাকা । প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ অধিদপ্তরের অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করা যেতে পারে।	কত টাকা অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করা হবে তা দ্রুত নির্ধারন করে প্রকল্প পরিচালক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরন করবেন।
১১।	ক্রয় পরিকল্পনা	২০২০-২১ অর্থবছর প্রকল্পটির শেষ বছর হলেও প্রকৃতপক্ষে কাজ শেষ করা যাবে না। প্রকল্প কাজ শেষ করতে আরো ২ (দুই) বছর লাগবে। তখন শেষ অর্থবছরে প্রকল্পের আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি, গাড়ি, অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শেষ করতে ৮৪৯৯.০০ (চুরাশি কোটি নিরানব্বই লক্ষ) টাকার প্রয়োজন হবে। বাজেট প্রক্ষেপণে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫০৭৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৪২২.০০ লক্ষ টাকার হিসাব দেয়া হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন।	আরডিপিপি প্রণয়নকালে ক্রয় পরিকল্পনার সংশোধিত প্রস্তাব সংযোজন করবেন।
১২।	প্রকল্পের স্থানীয় প্রশিক্ষণ	প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের অধীনে ৯০টি লোকাল প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা আছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে লোকাল প্রশিক্ষণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় নাই। এ ছাড়া কোভিড-১৯-এর কারণে প্রশিক্ষণ কাজ শুরু করা যায় নাই। অবশিষ্ট সময়ে সব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।	১। মহামারী করোনা স্বাভাবিক হলে আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কর্মসুচির লক্ষ্যমাত্রা ৪০টি রাখা যেতে

		প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হ্রাস করা প্রয়োজন। এ যাবত ০২টি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৫৪.৫৩ লক্ষ টাকা আছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কর্মসুচির লক্ষ্যমাত্রা ৪০টি রাখা যেতে পারে।	পারে এবং তদানুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। ২। চলতি অর্থ বছরে কয়েকটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালাতে হবে।
১৩।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের অধীনে ৩টি শিক্ষা সফর ও ৪টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে। ইতোমধ্যে ২টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ হয়েছে (সিঙ্গাপুর ও শ্রীলঙ্কা) । কোভিড-১৯ এর কারণে সব প্রশিক্ষণের কাজ আপাতত বন্ধ আছে। পিইসি সভায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যয় যৌক্তিক করার নির্দেশনা রয়েছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে যে সব কর্মকর্তা বিদেশ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাদের লব্ধজ্ঞান কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেন তা আরডিপিপিতে উল্লেখ করারও নির্দেশনা রয়েছে। কোভিড-১৯ বিবেচনাক্রমে বৈদেশিক সফর বাদ দেয়া যেতে পারে।	১। বৈদেশিক প্রশিক্ষন পুরোপুরি বাদ না দিয়ে কমানো যেতে পারে। ২।পরিকল্পনা কমিশনের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মতে ইতোমধ্যে যে সব কর্মকর্তা বিদেশ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাদের লব্ধজ্ঞান কিভাবে কাজে লাগছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক পরবর্তী PIC সভায় উপস্থাপন করবেন।
১৪।	বিবিধ	(ক) পরিকল্পনা কমিশনের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় ২১-১২-২০২০ তারিখে অর্থাৎ ০৩ (তিন) মাসের অধিক কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কেন এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হয়নি প্রকল্প পরিচালককে এর কারণ দর্শাতে বলা হল। পরবর্তী সভায় লিখিতভাবে রিপোর্ট দিবেন। (খ) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পূর্ণগঠন করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক ব্যবস্থা নিবেন। (গ) জুলাই মাসের শুরুতেই ০১টি জীপ, ০১টি মিনিবাস ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়টি আলোচিত হয়।	১। PEC সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অদ্যাবধি কেন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। পরবর্তী সভায় প্রকল্প পরিচালক লিখিতভাবে তার কারণ দর্শাবেন। ২। PEC সভার সিদ্ধান্ত মতে পিডি জরুরী ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধন করবেন। ৩। জুলাই/২০২১ মাসের শুরুতেই পিইসি ও ডিপিপির বর্ণনামতে ১টি জীপ ও ১টি মিনিবাসের ক্রয় প্রক্রিয়া প্রকল্প পরিচালক শুরু করবেন।

৩। সভায় আর কোন আলোচ্যসুচী না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(কে,এম, আব্দুস সালাম)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি,
"জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন"
শীর্ষক প্রকল্প